তারিখ 04 DEC 1986
পৃষ্ঠা 6

দৈনি

মেহেরপুর : সদর উপজেলার বাড়ীবাঁকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু কাজ এগোয়নি। ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়ের ঐ সামান্য গাঁথুনিটুকু আগাছায় ডুবে গেছে। ---সংবাদ

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ বন্ধ।। লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে

মেহেরপুর, ২রা ডিসেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।--জেলার বেশকিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া কিছু কিছু বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজে ধাপলাবাজি ও টিলেমির অভিযোগও পাওয়া গেছে।

গাংনী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এক অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, উক্ত উপজেলায় '৮৫-'৮৬ সালে আই,এস,ডি প্রকল্পভুক্ত যে ৮টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ ও ৭টি'র মেরামত কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তার মধ্যে ৩টির কাজ মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় শেষ হয়েছে, অন্য গুলো অসমাপ্ত অবস্থায়ই রয়ে গেছে। কোনটারই কাজ নিয়মমাফিক হচ্ছে না। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী ঠিকাদারের সাথে যোগসাজশে নির্মাণ কাজে নিম্নমানের ইট, বালি, সি আই শীট, কাঠ ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্যে উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকৌশী, উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত মনিটরিং কমিটিরও কোন তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। উপসহকারী প্রকৌশলী ও ঠিকেদারদের কাছে মনিটরিং কমিটির সদস্যরা কাজের অনিয়মের ব্যাপারে জানতে চাইলে জবাবে বলা হয়, 'ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের কাজ দেখার এখতিয়ার অন্য কারো নেই। ভাল হোক, মন্দ হোক তাতে কারো কিছু আসে যায়না।' মারাত্মক কারচুপির অভিযোগে নোয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ভাটপাড়া বিদ্যালয়ে নিম্নমানের সি আই শীট ব্যবহারে বিদ্যালয় কমিটি আপত্তি জানালে তা বাদ দেয়ার আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও পরে একই সি, আই, শীট ব্যবহার করা হয়। অসমাপ্ত অবস্থায়ই এ বিদ্যালয় ঠিকেদার তালাবন্ধ করে রেখেছেন। চর নোয়ালগ্রাম বিদ্যালয়ের জলছাদ করা হয় নি। জুগিন্দা বিদ্যালয়ের কাজও অসমাপ্ত। গাড়াবাড়িয়া বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করাই হয়নি। নিম্নমানের মালমসলা ব্যবহারের অভিযোগে তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একটি বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের গাংনী উপজেলার উপসহকারী প্রকৌশলী বা জেলা প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, প্রতিটি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের জন্যে ২ লাখ ৮০ হাজার এবং মেজর ও মাইনর মেরামত বাবদ যথাক্রমে ৪০ হাজার ও ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়।

এদিকে সদর উপজেলারও বেশকিছু বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সার্বজনীন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে গৃহীত ২টি শহর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিএম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ ৪০ ভাগ করার পর গত ৩ মাস যাবৎ বন্ধ রাখা হয়েছে। এর প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আভাস দেন, এটা নাকি কন্ট্রাক্টরদের ব্যাপার স্যাপার। উক্ত বিদ্যালয়ের সাড়ে ৮শ' ছাত্রছাত্রী নিয়ে বিপদে পড়ে গেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাকে ছাত্রছাত্রীদের অন্তত: সকালের দিকে কিছুটা পড়াশুনা করানোর সুযোগ দেয়ার জন্যে শহরের অন্যান্য বিদ্যালয়ে ধরনা দিতে হচ্ছে।

এছাড়াও সদর উপজেলা পরিষদ গৃহীত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটির নির্মাণকাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাড়ীবাঁকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল অনেক আগে। পরবর্তীতে কাজ আর এগোয়নি। ইতিমধ্যেই আগাছায় ঐ ভিত ডুবে গেছে।

033